তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

আমাদের সময়

# ২৫ এপ্রিল বাম ছাত্র সংগঠনের হরতাল

আমাদের সময় ডেস্ক ●

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর খুনি শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি থেকে আগামী ২৫ এপ্রিল সারা দেশে হরতালের ঘোষণা দিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো। এদিকে তনু হত্যার ১৭ দিনেও কোনো খুনি শনাক্ত না হওয়া এবং ময়নাতদন্তে ধর্ষণের আলামত না পাওয়ায় নানা সন্দেহের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী আমির হোসেন আমু।

গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। বৈঠকের পর সাংবাদিকরা তনু

সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস মন্ত্রীর

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ জনকে সিআইডি অফিসে তলব

হত্যার বিচার নিয়ে নানা মহলের সংশয় প্রকাশের বিষয়ে মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আমু বলেন, কিছু এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

## ২৫ এপ্রিল বাম ছাত্র সংগঠনের হরতাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কথা উঠায় সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সিআইডিকে তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হবে।

মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিজিবির মহাপরিচালক ও র‍্যাবের মহাপরিচালকও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া কমিটির সদস্য আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, বিমানমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু বৈঠকে অংশ নেন।

এদিকে গতকাল প্রগতিশীল ছাত্রজোট এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে হাইকোর্টের মোড়ে পুলিশের বাধা পায়। সেখানে সমাবেশে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সমন্বয়ক আশরাফুল আলম সোহেল বলেন, আগামী ২৪ এপ্রিলের মধ্যে যদি তনু হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে সরকার ব্যর্থ হয়, তাহলে ২৫ এপ্রিল অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচি পালন করবে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া খুন-ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কোনো সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হয়নি। বরং সরকার খুনি-ধর্ষকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতির মধ্য দিয়ে।

সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জিএম জিলানী শুভ তনুর প্রথম ময়নাতদন্তে ধর্ষণের আলামত না পাওয়া এবং খুনি ধরা না পড়ার দিকে ইঙ্গিত করে সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তনু হত্যার ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের ময়নাতদন্তে দুই ধরনের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, খুনিদের গ্রেপ্তার না করে সরকার নতুন নতুন তথ্য পরিবেশন করে একদিকে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার পাঁয়তারা করেছে, অন্যদিকে তনুর ভাইয়ের বন্ধুকে গুম করা হয়েছে এবং তনুর পরিবারকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

তনুর খুনি গ্রেপ্তারের দাবিতে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এর আগে ছাত্র ধর্মঘটও ডেকেছিল। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশের পর মিছিল নিয়ে রওনা হন প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যে-ভুক্ত সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। দোয়েল চত্বর পুলিশ ব্যারিকেড দিলে তা ভেঙে এগিয়ে যান বিক্ষোভকারীরা। হাইকোর্টের মোড়ে পুলিশ ফের বাধা দিলে সেখানে সমাবেশ করে কর্মসূচি শেষ করেন তারা।

কর্মসূচিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের সমন্বয়ক ও বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক সালমান রহমান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের একাংশের সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, অন্য অংশের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা এবং ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দী নেতৃত্ব দেন।

এদিকে কুমিল্লা থেকে সাইয়িদ মাহমুদ পারভেজ জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ জনকে কুমিল্লা সিআইডি অফিসে তলব করা হয়েছে। রাতে এ খবর পাঠানোর সময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সোহাগী জাহান তনুর মরদেহ উদ্ধার করা হয় মৃত্যুর অন্তত দেড় ঘণ্টা পর। তাকে উদ্ধার করে যখন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হয়, তখন তার শরীর ছিল খুব ঠাণ্ডা। তার হাতের আঙুলগুলো ছিল অর্ধমুষ্টিবদ্ধ। এতেই প্রমাণ হয় তনুকে উদ্ধারের অনেক আগেই হত্যা করা হয়েছিল। কুমিল্লা সিএমএইচে নেওয়ার পর তার মৃত্যু নিশ্চিত হতে যখন ইসিজি করা হয়, তখন এমনই দেখেন ইসিজি অপারেটর। এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা সিআইডির একটি দায়িত্বশীল সূত্র।

সূত্র আরও জানায়, তার মৃত্যু সনদপত্রে মৃত্যুর আনুমানিক সময় উল্লেখ করা হয়নি। তদন্তের স্বার্থে মৃত্যুর সময়টি নির্ধারণও জরুরি বলে মনে করছেন সিআইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

গতকাল সিআইডির উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দল তৃতীয়বারের মতো কুমিল্লায় তদন্তকাজে আসে। তারা প্রথমে সিআইডি কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ে এসে মামলার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ সময় ধরে এ বৈঠকে তারা মামলার ওই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। তাদের আলোচনায় এ সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বিকালে তারা কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় যান। সেখানে মামলা তদন্তের স্বার্থে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন।

গতকালের তদন্ত দলে সিআইডির সিনিয়র বিশেষ পুলিশ সুপার মো. আবদুল কাহহার আকন্দ, কুমিল্লা অঞ্চলের বিশেষ পুলিশ সুপার ড. নাজমুল করিম খান, সিনিয়র এএসপি এহসান উদ্দিন চৌধুরী, সিআইডি কুমিল্লা অঞ্চলে এএসপি মো. মোজাম্মেল হক, পরিদর্শক সৈয়দ গোলাম মাওলা, তদন্তকারী কর্মকর্তা গাজী মো. ইব্রাহীমসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, তনুকে উদ্ধার করা স্থানের ঘাস ও মাটি প্রায় তিন ইঞ্চি মাপে তুলে নেয় র‍্যাব। ঘটনাস্থল থেকে মাটি ও ঘাস তুলে নেওয়ার কারণ কী ছিল তা নিয়ে ভাবছে তদন্তকারী দল। সূত্রমতে, কোনো মামলা সম্পর্কে ছায়া তদন্তসহ সংশ্লিষ্ট সব কাজেই মামলার মূল তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে কিছুই করা যায় না এমন বিধান রয়েছে। সব কিছুই করতে হবে তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুমতির পর। ঘাস ও মাটি নেওয়ার বিষয়টি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি ইন্সপেক্টর গাজী মো. ইব্রাহীম বা প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই সাইফুল ইসলামকেও জানানো হয়নি। ফলে ঘটনাটি রহস্যাবৃত ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করছে তদন্তকারী দল।

সিআইডির ওই সূত্র জানান, তনু হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে এ যাবত ২৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। তাদের মধ্যে তনুর পরিবারের সদস্যরা, কয়েকজন বন্ধু ও সেনা সদস্য রয়েছেন। এখন প্রযুক্তিগতভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টায় রয়েছে সিআইডির তদন্তকারী দল।